332915 - মানুষরে সন্তুষ্টরি বদলে আল্লাহ্র সন্তুষ্টকিে লক্ষ্য বানানোর উপায় কি?

প্রশ্ন

কভিাবে আমি আল্লাহর সন্তুষ্টটিাকে আমার লক্ষ্য বানাতে পারব এবং মানুষ কী বলে সদেকিে ভ্রুক্ষপে করব না? এক্ষত্রেে কোন বইগুলো আমাকে সাহায্য করতে পারে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

একজন মুমনি ব্যক্তরি মহান লক্ষ্য হবে রাব্বুল আলামীনরে সন্তুষ্টি।

আল্লাহ্ তাআলা বলনে: "আল্লাহ্ মুমনি নর ও নারীদরেকে প্রতশ্রিুতি দচ্ছিনে— এমন জান্নাতসমূহরে যগেুলোর নম্নিদশেে নহর প্রবাহতি, যখোনে তারা অনন্তকাল থাকব। আর (ওয়াদা দয়িছেনে) উত্তম বাসস্থানসমূহরে ঐ স্থায়ী জান্নাতে। আর আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হচ্ছে সর্বাপক্ষো বড় নয়োমত। এটাই মহাসফলতা।"[সূরা তাওবা, আয়াত: ৭২]

সহহি বুখারী (৬৫৪৯) ও সহহি মুসলমিে (২৮২৯) আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) থকেে বর্ণতি হয়ছেে যে, তনিি বলনে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "নশ্চিয় আল্লাহ্ তাআলা জান্নাতবাসীদরেকে বলবনে: ওহে জান্নাতীরা! তারা বলবে: ও আমাদরে প্রভু লাব্বাইক (হাযরি)। তখন তনিি বলবনে; তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়ছে? তখন তারা বলবে: আমরা কনে সন্তুষ্ট হব না; আপনি আমাদরেকে যা দয়িছেনে আপনার অন্য কোন সৃষ্টকিে তা দনেনি। তখন তনিি বলবনে: আমি তোমাদরেকে এর চয়েে উত্তম নয়োমত দবি। তারা বলবে: হে আমাদরে প্রভু! এর চয়েে উত্তম নয়োমত কী? তখন তনিি বলবনে: আমি তোমাদরে উপর আমার সন্তুষ্টি নাযলি করব; এরপর আর কখনও আমি তোমাদরে প্রতি অসন্তুষ্ট হব না।"

একজন মুমনিরে জীবনরে নশিানা হওয়া উচতি এক আল্লাহ্র সন্তুষ্টি যার কোন শরীক নাই; এমন কি এতে যদি মানুষ অসন্তুষ্ট হয় তবুও। আর মুনাফকিরে আলামত হচ্ছে মাখলুকরে সন্তুষ্টি; এমনকি এতে যদি রাব্বুল আলামীন অসন্তুষ্ট হয় তবুও।

আল্লাহ্ তাআলা মুনাফকিদরে ব্যাপারে বলনে: "তারা তোমাদরে কাছে আল্লাহর কসম কর; যাতে তোমাদরেকে সন্তুষ্ট করতে পারে। অথচ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধকি হকদার যে, তারা তাঁকে সন্তুষ্ট করবে, যদি তারা ঈমানদার হয়ে থাকে।"[সূরা তাওবা, আয়াত: ৬২]

যে বিষয়গুলো বান্দাকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অনুসন্ধানে সহযোগিতা করবে তা নিম্নরূপ:

এক:

বান্দা তার প্রভুকে চেনো এবং এই একীন রাখা যে, সবকিছু তাঁর হাতে। তিনিই এককভাবে সবকিছু পরিচালনা করেন। এককভাবে তিনিই উপরে উঠান ও নীচে নামান। তিনিই সম্মানিত করেন ও লাঞ্ছিত করেন। তিনি যা দেন তা প্রতিরোধ করার কেউ নেই। তিনি যা দেন না তা দেয়ার কেউ নেই। সকল মানুষ আল্লাহ্‌র জন্য বা তাদের নিজেদের জন্য কোন উপকার বা ক্ষতির মালিক নয়; মৃত্যু বা জীবনের বা অন্য কিছুর মালিক নয়।

যদি বান্দা এ একীন রাখতে পারে তাহলে তার অন্তর তার প্রভুর সাথে সম্পৃক্ত হয়। এ ঈমানের কারণে যে, মানুষ তার প্রভুর অনুমতি ছাড়া তার উপকার করতে পারবে না এবং তাঁর অনুমতি ছাড়া কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "জেনে রাখ! সমস্ত মানুষ যদি তোমার উপকার করার জন্য একত্রিত হয় তদুপরি তারা তোমার কোন উপকার করতে পারবে না; আল্লাহ্‌ যা লিখে রেখেছেন সেটা ছাড়া। অনুরূপভাবে তারা যদি তোমার ক্ষতি করার জন্য একত্রিত হয় তারা তোমার কোন ক্ষতিও করতে পারবে না; আল্লাহ্‌ যা লিখে রেখেছেন সেটা ছাড়া।"[সুনানে তিরমিযি (২৫১৬), আলবানী 'সিলসিলা সহিহা'-তে (৫/৪৯৭) হাদিসটিকে 'সহিহ' বলেছেন]

দুই:

বান্দা এই একীন রাখা যে, তার প্রতি মানুষের ভালোবাসা ও সন্তুষ্টি তার প্রভু ও তার মাওলার অনুমতিক্রমেই। যদি সে তার প্রভুকে সন্তুষ্ট করে তাহলে তিনি মুমিন বান্দাদের অন্তরে তার ভালোবাসা ঢেলে দিবেন।

সুনানে তিরমিযিতে (৩২৬৭) বারা বিন আযেব (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন: "এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌! নিশ্চয় আমার পক্ষ থেকে প্রশংসা সুনাম এবং নিশ্চয় আমার পক্ষ থেকে নিন্দা দুর্নাম। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: এটা আল্লাহ্‌ তাআলার অধিকার।"[হাদিসটিকে আলবানী 'সহিহুত তিরমিযি'-তে সহিহ বলেছেন]

একমাত্র আল্লাহ্‌ যদি কোন বান্দার স্তুতি বা প্রশংসা করেন তাহলে সেটা তার সুনাম। আর তিনি যদি বান্দার প্রতি অসন্তুষ্ট হন ও নিন্দা করেন তাহলে সেটা বান্দার কলঙ্ক। আর তিনি ছাড়া অন্য মানুষ তাঁর অনুমতি ছাড়া এই অধিকার রাখে না। হাদিসে এসেছে যে, আল্লাহ্‌ই মানুষের অন্তরে বান্দার প্রতি ভালোবাসা বা ঘৃণা সৃষ্টি করেন।

সহিহ বুখারী (৩২০৯) ও সহিহ মুসলিমে (২৬৩৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "নিশ্চয় আল্লাহ্‌ যদি কোন বান্দাকে ভালোবাসেন তিনি জিব্রাইল (আঃ)কে ডেকে বলেন: নিশ্চয় আমি অমুককে ভালোবাসি; সুতরাং তুমিও তাকে ভালোবাস। তিনি বলেন: তখন জিব্রাইল (আঃ) তাকে ভালোবাসে। এরপর জিব্রাইল

(আঃ) আসমানে ঘোষণা করে বলেন: নিশ্চয় আল্লাহ্ অমুককে ভালোবাসে; অতএব তোমরাও তাকে ভালোবাস। তখন আসমানবাসী তাকে ভালোবাসে। তিনি বলেন: এরপর তার জন্য জমিনেও গ্রহণযোগ্যতা তৈরী করে দেয়া হয়। আর যদি তিনি কোন বান্দাকে অপছন্দ করেন তিনি জিব্রাইলকে (আঃ) ডেকে বলেন: নিশ্চয় আমি অমুককে অপছন্দ করি; সুতরাং তুমিও তাকে অপছন্দ কর। তিনি বলেন: তখন জিব্রাইল (আঃ)ও তাকে অপছন্দ করে। এরপর সে আসমানবাসীদের মাঝে ঘোষণা দেয় যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ অমুককে অপছন্দ করেন; অতএব তোমরাও তাকে অপছন্দ কর। তিনি বলেন: তখন তারাও তাকে অপছন্দ করে। এরপর জমিনও তার জন্য ঘৃণা তৈরী করে দেয়া হয়।"

তিনি:

বান্দা এই একীন রাখবে যে, রাব্বুল আলামীনকে বাদ দিয়ে মানুষের সন্তুষ্টির দিকে ভ্রুক্ষেপ করাটা অবমাননাকর। এমন ব্যক্তি নিন্দিত; তার প্রশংসাকারী কেউ নেই। এমন ব্যক্তি লাঞ্ছিত; তাকে সাহায্যকারী কেউ নেই। আর যদি সে এক আল্লাহ্র সন্তুষ্টির তালাশ করে তাহলে মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন: "আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন উপাস্য সাব্যস্ত করো না। তাহলে তুমি নিন্দিত ও লাঞ্ছিত হয়ে পড়বে।"[সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত: ২২]

আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি মানুষের অসন্তুষ্টি দিয়ে আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করে আল্লাহ্ মানুষকে তার প্রতি সন্তুষ্ট করে দেন। আর যে ব্যক্তি মানুষের সন্তুষ্টি দিয়ে আল্লাহ্কে অসন্তুষ্ট করে আল্লাহ্ তাকে মানুষের হাতে সোপর্দ করেন।"[সহিহ ইবনে হিব্বান (২৭৭); আলবানী 'আস্সলিসলিা আস্-সাহিহা' গ্রন্থে (২৩১১) হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]

কা'ব বিন মালেক (রাঃ) এর দিকে তাকান। কেমন ছিল তার সত্যবাদিতা ও এক আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্য। যেহেতু তার এ ঈমান ছিল যে, তিনি যদি সত্য বলেন আল্লাহ্ তাকে রক্ষা করবেন। আর তার লক্ষ্য যদি হত মিথ্যা বলার মাধ্যমে মানুষের রোষানল থেকে বের হওয়া তাহলে হতে পারে আল্লাহ্ মানুষকে তার উপর ক্ষেপিয়ে তুলতেন।

কাব (রাঃ) তার তাওবার ঘটনায় বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন: আল্লাহ্র শপথ! নিশ্চয় আমি যদি দুনিয়াবাসী অন্য কারো কাছে বসতাম তাহলে আমি কোন একটা ওজর পেশ করে তার অসন্তুষ্টি থেকে বের হওয়াকে যৌক্তিক মনে করতাম; যেহেতু আমাকে বাদানুবাদ করার যোগ্যতা দেয়া হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্র শপথ আমি জানি যে, আজ যদি আমি আপনার সাথে মিথ্যা কথা বলি তাহলে আপনি সে কথায় আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। কিন্তু আমার আশংকা হয় অচিরেই আল্লাহ্ আপনাকে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট করে দিবেন। আর যদি আমি আপনার সাথে সত্য কথা বলি তাহলে আপনি আমার প্রতি রাগ করবেন। কিন্তু এর মাধ্যমে আমি আল্লাহ্র ক্ষমা পেতে চাই। না; আল্লাহ্র শপথ! আমার কোন ওজর ছিল না। আল্লাহ্র শপথ! আমি যে সময়ে যুদ্ধে যাইনি সে সময়ের চেয়ে অধিক শক্তিশালী ও স্বচ্ছল আমি আর

কখনও ছলিাম না। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললনে: এ লোক সত্য বলছে। তুমি উঠে যাও; যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্ তোমার ব্যাপারে কোন সদ্ধিান্ত দনে।"[সহহি বুখারী (৪৪১৮) ও সহহি মুসলমি (২৭৬৯)]

চার:

এ কথা জানা যে, মানুষকে সন্তুষ্ট করার কোন উপায় নইে। কনেনা মানুষরে মূল বশৈষ্ট্যি হচ্ছে জুলুম ও অজ্ঞতা। মানুষকে সন্তুষ্ট করা এমন এক লক্ষ্যবস্তু যাতে পৌঁছা যায় না। কনেনা মানুষ তাদরে প্রভুর প্রতইি সন্তুষ্ট নয়। সুতরাং তারা কি আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে?!

ইমাম বাইহাকী তাঁর 'আল-যুহদুল কাবরি' কতিাবে (১৮০) সহহি সনদে হাসান বছরি (রহঃ) থকেে সংকলন করছেনে যে, তাকে জজ্ঞিসে করা হল: "কছিু লোক আপনার মজলসিে আসে আপনার কোন একটি অসংলগ্ন কথা নয়িে আপনার বরিুদ্ধে বষিোদগার করার জন্য। তখন তনিি বললনে: বষিয়টকিে হাল্কাভাবে ননি! আমি নজিকেে আল্লাহ্র নকৈট্যরে প্রতি আগ্রহী করছে; আমার আত্মা আগ্রহী হয়ছে। আমি নজিকেে জান্নাতরে প্রতি আগ্রহী করছে; আমার আত্মা আগ্রহী হয়ছে। আমি নজিকেে আয়তলোচেন হুরদরে প্রতি আগ্রহী করছে; আমার আত্মা আগ্রহী হয়ছে। আমি নজিকেে মানুষ থকেে নরিাপদ থাকার প্রতি আগ্রহী করছে; কন্তিু এর জন্য কোন উপায় পাইনি। আমি যখন দখেলাম মানুষ তার সৃষ্টকির্তার প্রতি সন্তুষ্ট হয় না; তখন জানতে পারলাম তারা তাদরে সমতুল্য মাখলুকরে প্রতওি সন্তুষ্ট হবে না।"

ইমাম শাফয়েি (রহঃ) ইউনুস বনি আব্দুল আ'লাকে বলনে: "হে আবু মুসা! আপনি যদি সকল মানুষকে সন্তুষ্ট করার সব ধরণরে চষ্টো করনে তবুও এর কোন উপায় নইে। অতএব, আপনি আপনার আমল ও নয়িতকে আল্লাহ্ তাআলার জন্যই একনষ্ঠি করুন।"[ইমাম বাইহাকীর 'শুআবুল ঈমান' (৬৫১৮)]

আর বইয়রে ব্যাপারে কথা হল: এ বষিয়ে বশিষেভাবে কোন বই রচতি হয়ছে বলে আমাদরে জানা নইে। তবে আমি প্রশ্নকারী ভাই ও সকল মুসলমিকে আল্লাহ্কে অধকি জানার উপদশে দচ্ছি। যখনই বান্দা তার প্রভুকে চনিবে তখনই তার লক্ষ্য হবে তার প্রভুর সন্তুষ্টি; আর এটাই যথষ্টে। মানুষরে অসন্তুষ্টি তার কোন ক্ষতি করবে না।

এ বষিয়ক ভাল বইয়রে মধ্যে রয়ছে ড. মুহাম্মদ আল-হুমুদ আল-নাজদরি রচতি 'আন-নাহজুল আসমা ফি শারহি আসমায়ি আল্লাহ্ আল-হুসনা'।

অনুরূপভাবে ইবনে রজব আল-হাম্বলি, ইবনুল কাইয়্যরে বইগুলো বশেি বশেি অধ্যয়নরে উপদশে দচ্ছি। এ বষিয়ে তাদরে কথাগুলো সবচয়েে উপকারী।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।